

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত (বিআরটিএ) রেজিঃ নং-১১৭/১৮

শিমু ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার

প্রধান অফিস : বাসা-৬৬/৩, বঙ্গক-ডি, এভিনিউ-২, সাগুফজ মোড়, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

১ম শাখা অফিস : ১৩৯/৪, মাটিকাটা বেড়িবাধ, মেইন রোড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

মোবাইল : ০১৭৬২-০৩৩২০৬, ০১৮৫৮-৯৪৩০৮৬, ই-মেইল : shimuaaron@gmail.com

Web: www.shimudrivingschool.com

ছিন্ন অবস্থান থেকে চলমান হওয়া

চালনা পূর্ব প্রস্তুতি: গাড়ি মর্নিং চেক করার পর নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে

- গাড়িতে উঠে গাড়ির দরজা বন্ধ করা
- গাড়ির সিটে স্বাভাবিক, আরামদায়ক এবং নমনীয়ভাবে বসা ও প্রয়োজনে সিট অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া
- সিট বেল্ট বেঁধে নেওয়া
- আয়নাসমূহ অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া
- পার্কিং ব্রেক টানা আছে কিনা তা যাচাই করা
- পার্কিং (P) পজিশনে আছে কিনা দেখা, ইঞ্জিন চালু করা এবং ৫ মিনিট এক্সিলেটর না চেপে গাড়ি স্টার্ট করে রাখা
- পিছন থেকে কোন গাড়ি আসতে থাকলে তাকে যেতে দেওয়া
- সামনে-পেছনে ও অংশেপাশে আয়নার ও প্রয়োজনে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশের অবস্থা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে
- প্রয়োজনে ডানে সংকেত দিতে হবে
- ব্রেক চেপে ধরে (D) পজিশনে গিয়ার নেয়া
- পার্কিং ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পায়ের ব্রেক লুজ দেওয়া ও আন্স্বে অন্স্বে এক্সিলেটর বৃদ্ধি করা
- গাড়ি ব্রেক চেপে দাড় করানো এবং আপনো এর প্র্যাকটিস করা
- রাশ্ম্বার বাম যোহে ধীরে ধীরে নির্ধারিত সেনে প্রবেশ করা

POM: Prepare Observe Move (প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ যাত্রা): পিওএম দিয়ে উপরোক্ত কাজগুলো সংক্ষেপে মনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

P- Prepare the Car and yourself (প্রস্তুতি নেওয়া): চালনা পূর্ব পরীক্ষা শেষে চালনা শুরু করার জন্য নিজেকে ও গাড়িকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। হেমন চালকের আসন অ্যাডজাস্ট করা, আয়না সমূহ অ্যাডজাস্ট করা, সিট বেল্ট পরা, গাড়ির গিয়ার (চ) পজিশনে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে কিছুক্ষণ রাখা ইত্যাদি।

O- Observe all around (পর্যবেক্ষণ করা): আয়নার ও মাথা ঘুরিয়ে চারপাশের অবস্থা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া। অর্থাৎ সামনে-পিছনে-ডানে-বামে আশুয়ান কোন যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক যান বা পথচরী আছে কিনা তা ভালভাবে দেখে নিতে হবে

M- Move the Car (যাত্রা করা): চারপাশ অনুকূলে থাকলে গাড়ি (D) পজিশনে গিয়ার নিয়ে পার্কিং ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পায়ের ব্রেক লুজ দেওয়া ও আন্স্বে অন্স্বে এক্সিলেটর বৃদ্ধি করা।

যাত্রা করার পূর্ব মূহর্তে 'আয়না-সংকেত-কার্যক্রম' বা **Mirror-Signal-Manoeuvre (MSM)**-এর মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। গাড়ির সিটে বসে প্রথমে অয়নয় পেছনে ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পর সংকেত দিয়ে কার্যক্রমে যেতে হবে।

এই 'আয়না-সংকেত-কার্যক্রম'-ও আবার অবস্থান-গতি-দেখা অর্থাৎ **Position-Speed-Look (PSL)** এ তিনটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই গাড়িকে নির্দিষ্ট অবস্থানে আনতে হবে, পরবর্তীতে সামনে-পেছনে ও আশেপাশে ভালভাবে দেখে নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চর করতে হবে। গাড়ি চালনাকালেও এ বিষয়ে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে এবং নিরাপদে চলাচলের জন্য সবসময়ে এগুলো বেশি বেশি অনুশীলন করতে হবে।

এম-এস-এম (Mirror-Signal-Manoeuvre) অর্থাৎ আয়না-সংকেত-কার্যক্রম:

- **আয়না (Mirror):** অর্থাৎ গাড়ি চালনার সময় আপনি পিছনের ট্রাফিক দেখার জন্য পিছনে দেখার আয়না/পার্শ্ব দেখার আয়নায় সামনে-পিছনে-ডানে-বামের যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক যান ও পথচারী অবশ্যই দেখবেন।
- **সংকেত (Signal):** অতপর লেন পরিবর্তন, মোড় নেওয়া বা গাড়ির গতি কমানো/বড়ানোর লেশ কিছুক্ষন আগে আপনার এ ইচ্ছা (লেন পরিবর্তন, মোড় নেওয়া বা গাড়ির গতি কমানো/বড়ানো) সংকেত দিয়ে অন্যকে জানান।
- **কার্যক্রম (Manoeuvre):** সব নিরাপদ থাকলে আপনার কার্যক্রম অর্থাৎ মোড় নেওয়া, লেন পরিবর্তন বা গাড়ি কমানোর কাজ শুরু করবেন।

পি-এস-এল (Position-Speed-Look) অর্থাৎ অবস্থান-গতি-দেখুন:

গাড়ি চালানোর বিভিন্ন কাজগুলো (Manoeuvre) আবার নিম্নের ৩টি ধাপে সম্পন্ন করতে হয়।

- **অবস্থান (Position):** আপনার কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে গাড়ি প্রয়োজনীয় লেনে বা অবস্থানে নিয়ে আসুন যত্নে অন্যরা চলক/পথচারী আপনি কি করতে যাচ্ছেন সে সম্বন্ধে পূর্বেই বুঝতে পারে।
- **গতি (Speed):** হঠাৎ থামনো বা যে কোন বিপদ এড়াতে গাড়ি যত সহজে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন সেলক্ষ্যে গাড়ির গতি নিম্নের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখুন।
- **দেখুন (Look):** আপনার সামনে ও আশেপাশে চলচলরত অন্যান্য গাড়ি, পথচারী, ট্রাফিক চিহ্নবলী ইত্যাদি অথবা বুকি পূর্ণ কেন কিছ আছে কিনা তা জানার জন্য ঘনঘন ও ভালকরে দেখুন। তাছাড়া রাস্তায় যে কোন সময় যে কেউ তার অবস্থান ত্রুটি পরিবর্তন করতে পারে তাই সামান্য সময়ের জন্য হলেও আপনার মনযোগ যাতে বিচ্যুত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

থামানো অবস্থা থেকে চলা শুরু করা, ডানে, বামে বা উল্টো মোড় নেওয়া, লেন পরিবর্তন করা, গতি কমানো বা বড়ানো ইত্যাদি কাজগুলো করতে আয়না-সংকেত-কার্যক্রম (এম-এস-এম) এবং অবস্থান-গতি-দেখুন (পি-এস-এল) নিয়ম দুইটি অবশ্যই পালন করা দরকার।

অনুসরণযোগ্য দূরত্ব (Following distance)

চলমান অবস্থায় সামনের গাড়ি থেকে পিছনের গাড়ির মধ্যে যে দূরত্ব রাখা হয় তাকে অনুসরণযোগ্য দূরত্ব বলে। এ দূরত্ব নির্ভর করে গাড়ির গতিবেগ, রাস্তার অবস্থা (গুরুতা, আদ্রতা, মসৃণতা ইত্যাদি), গাড়ির ব্রেক, টায়ার ও চালকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর। গাড়ির গতিবেগ অনুযায়ী অনুসরণযোগ্য দূরত্ব কম হওয়ার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। অথচ একটু সতর্ক হলেই এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পওয়া যেতে পারে। যদি গুত্তরটেক করার দরকার না হয় তবে নিরাপদ দূরত্ব রেখে সামনের গাড়িকে অনুসরণ করা উচিত। সামনের গাড়িকে অনুসরণ করার আরো কিছু প্রচলিত রীতি আছে, যা নিম্নরূপ:

- ঘন্টায় ৩০ মাইলের বেশি গতিতে চলা গাড়ির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে এই অনুসরণযোগ্য দূরত্ব হবে প্রতি ঘন্টা মাইলের জন্য এক গজ এবং ৩০ মাইলের কম গতির জন্য এই দূরত্ব হবে প্রতি ঘন্টা মাইলের জন্য এক ফুট। অর্থাৎ ঘন্টায় ৩০ মাইল গতিতে চলমান অবস্থায় সামনের গাড়ি থেকে পিছনের গাড়ির দূরত্ব হতে হবে ৩০ ফুট আর ঘন্টায় ৪০ মাইল গতির জন্য এটা হবে ৪০ গজ।
- গাড়ির স্পিড প্রতি ঘন্টায় যত কিলোমিটার হবে ঠিক তত মিটারের অর্ধেক দূরত্ব বজায় রেখে সামনের গাড়িকে অনুসরণ করা উচিত।
- দুই সেকেন্ড সময়ের দূরত্ব বজায় রেখে সামনের গাড়িকে অনুসরণ করা। অর্থাৎ এক হাজার এক, এক হাজার দুই বলতে যে পরিমাণ সময় লাগে ঠিক ঐ সময়ে গাড়ি যে দূরত্ব অতিক্রম করবে ততটুকু দূরত্ব বজায় রেখে সামনের গাড়িকে অনুসরণ করা উচিত।
- প্রতি ১৫ কিলোমিটার গতির জন্য আপনার গাড়ির দৈর্ঘ্যের এক গাড়ি পরিমাণ ফাঁক (gap) রাখা।

থামার দূরত্ব (Stopping distance)

যে কোন সময়ের কারণে দ্রুতগামী কোন গাড়িকে ব্রেক করে পুরোপুরি থামিয়ে ফেলতে বেশ কিছুটা সময়ের বরকার হয়। কেননা এই কাজটি দুই ধাপে সম্পন্ন হয়।

- প্রথম ধাপে চিন্তা করে ব্রেক করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় লাগে। এই সময় ধরা হয় চালক বিপদ বুঝতে পারার পর থেকে ব্রেকে পা দিয়ে চাপ দেওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কে। এই সময়ের মধ্যে গাড়ি যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে, সেই দূরত্বটুকুই হচ্ছে চিন্তা করার দূরত্ব বা প্রতিক্রিয়ার দূরত্ব।
- এরপর দ্বিতীয় ধাপে ব্রেক চাপার পর গাড়িটি পুরোপুরি থামতে কিছুটা সময় নেয়। এই সময় ধরা হয় ব্রেকের উপর পা রেখে চাপ শুরুর মুহূর্ত থেকে গাড়িটি পুরোপুরি থেমে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কে। এই সময়ের মধ্যে গাড়িটি আরও কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে। এই অতিক্রান্ত দূরত্বটুকুই হচ্ছে ব্রেক করার দূরত্ব।

এই চিন্তা করার দূরত্ব এবং ব্রেক করার দূরত্বের মিলিত দূরত্বই হচ্ছে থামার দূরত্ব (স্টপিং ডিসট্যান্স)।

চিন্তা কালীন অতিক্রান্ত দূরত্ব (Thinking distance): চিন্তা করার দূরত্ব বা প্রতিক্রিয়ার দূরত্বের পরিমাণ চালকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং সলনা কাজে তার মনোযোগের মাত্রার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত একজন চালক চিন্তা করা বা প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য যে সময় নেয় তার পরিমাণ গড়ে ০.৬ সেকেন্ড থেকে ১ সেকেন্ড পর্যন্ত। চালক যখন খুবই সতর্ক থাকে তখন চিন্তা করার গড় সময়ের পরিমাণ কমে যায় এবং অসতর্ক অবস্থায় এর পরিমাণ বেড়ে যায়। গাড়ির গতিবেগ অনুযায়ী এই চিন্তা করার দূরত্ব বের করার একটি সহজ সূত্র আছে। যা নিম্নরূপ-

$$\text{চিন্তাকালীন অতিক্রান্ত দূরত্ব} = \frac{\text{প্রতি ঘন্টার গতিবেগ (কিলো মিটারে)} \times ৩}{১০}$$

ব্রেকিং করা কালীন অতিক্রান্ত দূরত্ব (Braking distance): গাড়ি চালাতে যেকোন সময়ে গতি কমানো বা থামানো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ির গতি ভিন্নভাবে কমানো যায়

- ব্রেক (নংধশব) ব্যবহার করে- ব্রেক-এর যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার নিরাপদ চালনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবে চালাতে গতি কমানোর জন্য ব্রেক এর ব্যবহার খুবই কার্যকরী।
- অ্যাক্সিলেটর কমায়ে।
- গিয়ার কমায়ে (অতি জরুরী ছাড়া এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না)

কোন গাড়িকে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় থামতে হলে সেই জায়গায় এসে যত জোরেই ব্রেক চাপা হোক না কেন গাড়িটি সেই জায়গায় থামবে না, কিছুটা দূরে গিয়ে থামবে। তাই নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে থামার জন্য নির্দিষ্ট দূর থেকেই ব্রেক চাপতে শুরু কর। এই দূরত্ব নির্ভর করে রাস্তার উপরিভাগের অবস্থা, টায়ারের ট্রেড, গাড়ির গতি ও ব্রেক সিস্টেমের উপর। আদর্শ রাস্তা, প্রয়োজনীয় টায়ারের ট্রেড এবং ভাল ব্রেকিং সিস্টেম আছে এরকম গাড়ির গতিবেগ অনুযায়ী ব্রেক করার দূরত্ব পরিমাপের সাধারণ সূত্র হচ্ছে-

$$\text{ব্রেক করার দূরত্ব} = \frac{\text{প্রতি ঘন্টার গতিবেগ (কিলো মিটারে)} \times \text{প্রতি ঘন্টার গতিবেগ (কিলো মিটারে)}}{১০}$$

সুতরাং,

$$\text{থামার দূরত্ব বা স্টপিং ডিসট্যান্স (মিটারে)} = \text{চিন্তা করার দূরত্ব (মিটারে)} + \text{ব্রেক করার দূরত্ব (মিটারে)}$$

